জনগণের বিপদে-আপদে পাশে থাকাই সরকারের কর্তব্য: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জনগণের ভালো-মন্দের সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের পর মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব।

রোববার (৯ আগস্ট) মহেশখালীর বাহারছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম বাঁশখালী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ ও সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের পাশাপাশি মা ও নারীদের সহযোগিতা করা, শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং অসুস্থদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার দায়িত্বও সরকারের। একই সঙ্গে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তরুণ ও যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতেও সরকার কাজ করবে।

সাম্প্রতিক বন্যা ও অতিবৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলে তারেক রহমান বলেন, দুর্যোগে এই এলাকার অনেক মানুষের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরই মধ্যে ১০০টি দরিদ্র পরিবারের হাতে নতুন ঘরের চাবি তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং অসচ্ছল নারীদের খাদ্য সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে মায়েদের আর্থিক সহায়তার জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালুর কথা জানিয়েছিল। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যেই এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। সেই পাইলট প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং চলতি মাসের ১৬ আগস্ট থেকে ফ্যামিলি কার্ডের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরে দেশের ৪১ লাখ পরিবারের মায়েদের হাতে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। মহেশখালী উপজেলায় প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার পরিবার এই সুবিধার আওতায় আসবে বলে জানান তিনি। কর্মসূচিটি চার বছর ধরে চলবে এবং পর্যায়ক্রমে আরও পরিবারকে যুক্ত করা হবে।

কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড চালুর কথাও তুলে ধরেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, লবণচাষিদেরও এই কার্ডের আওতায় আনা হবে। লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে দাম নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিগগিরই লবণের নির্ধারিত মূল্য জানানো হবে। এর ফলে লবণচাষিদের আগের মতো আর্থিক সংকটে পড়তে হবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।